বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি-কৌশল ঃ পরিবর্তনের এক বছর

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর

তারিখ ঃ ০২/০৫/২০১০
সময় ঃ সকাল ১১ঃ৩০ ঘটিকা
স্থান ঃ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি

২০০৯ সালের মে মাসের শুরুর দিকে আমি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি তখন চলমান বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট এবং অর্থনৈতিক মন্দার কালো ছায়া দেশের অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হচ্ছিল । অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথাগত সতর্ক নিয়মাচারের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি তখন বড় ধরনের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছিল । কিন্তু প্রচলিত বাজার ব্যবস্থায় রপ্তানিজাত পণ্য এবং জনশক্তির চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে বহাল রাখা ও প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখার জন্যে মুদ্রা ও রাজস্ব সহায়তা প্রদান এবং সমন্বিত প্রণোদনা প্যাকেজের প্রয়োজন ছিল । ব্যাংকগুলো কর্তৃক ব্যাসেল-২ ভিত্তিক মূলধন কাঠামো গড়ে তোলায় এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আমাদের আর্থিক খাত মোটামুটি ভাল অবস্থায় ছিল । বাংলাদেশ ব্যাংকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার চলমান ছিল; যার মধ্যে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্সেস প্ল্যানিং (ইআরপি) প্রবর্তন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসে অনলাইন ভিত্তিক তথ্য-প্রযুক্তি কাঠামোয় ব্যাংকিং ও ডাটা ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রদান; কাগজ-ভিত্তিক (চেক/ড্রাফট) লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ব্যবস্থা ও পরিশোধ নিষ্পত্তি এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তহবিল স্থানান্তরের মাধ্যমে পরিশোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; ব্যাংকগুলো কর্তৃক ঋণতথ্য আদান-প্রদানের জন্যে অনলাইন প্রবেশাধিকারসহ সিআইবি-কে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় করার পদক্ষেপ ছিল অন্যতম । গত এক বছরে প্রযুক্তি-নির্ভর এসব সেবা সংস্কারে গতি এসেছে এবং আমাদের প্রত্যাশা অচিরেই আমরা এগুলোর সুফল পেতে শুরু করব । কিছু ক্ষেত্রে এরই মধ্যে তা পেতেও শুরু করেছি । এরই মধ্যে আমরা ই-রিক্রুটমেন্ট শুরু করেছি । অচিরেই ই-টেন্ডারিং শুরু করবো ।

আমাদের আর্থিক খাত শহরকেন্দ্রিক সচ্ছল জনগোষ্ঠীর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হওয়ায় বৈশ্বিক মন্দার ফলে আমাদের অর্থনীতিতেও কিছু সমস্যা দেখা দেয় । যেমন, শহরকেন্দ্রিক সচ্ছল গ্রাহকদের ঋণ চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় অতিরিক্ত তারল্যে ব্যাংকগুলো স্ফীত হতে থাকে । তখন ব্যাংকগুলো তাদের এ অতিরিক্ত তহবিল zero return excess reserves হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষণ করে । তবে, এ সকল তহবিল গ্রামীণ ও শহরের দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে দ্রুত ও কার্যকর অর্থায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি তথা অর্থনীতির যোগান ও চাহিদা উভয় দিককেই চাঙ্গা করা যেত । আর্থিক খাতের সামাজিক দায়-বদ্ধতা (CSR) পালনেরও অভাব ছিল, বিশেষ করে পরিবেশ সম্পর্কিত ব্যাপারে । এ খাতে অনেক কিছুই করার ছিল ।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষুদ্র কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর জন্যে এবং সামাজিক দায়-বদ্ধতা পালনের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ বজায় ছিল । কিন্তু এ সকল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion) ও সামাজিক দায়-বদ্ধতা সম্পর্কিত কার্যক্রমের উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের অঙ্গীকার (commitment) অধিকতর বিস্তৃত ও ক্ষুরধার ছিল না । তাছাড়া এ সব ক্ষেত্রে সুসংহত কর্ম-পরিকল্পনার অভাবও ছিল ।

চলমান পাতা ..../২

০২. এই পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই আমি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সিএসআর এর প্রতি গুরুত্বারোপ করি। শুরুতেই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের দিকে নজর দেই। এছাড়া, কৃষি (ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষীসহ) ও এসএমই খাতে এবং পরিবেশবান্ধব প্রকল্পসমূহে পর্যাপ্ত ও দৃশ্যমান ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির জন্যে ইতোমধ্যে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। কৌশলগত পরিকল্পনায় উর্ধতন কেন্দ্রীয় ব্যাংকারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ পুনঃস্মরণ ও পুনঃআলোকপাত করা হয়েছে। কৌশলগত এই পরিকল্পনায় মূল্যস্ফীতি যৌক্তিক পর্যায়ে বজায় রাখা তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল অগ্রাধিকার বিষয়গুলোর মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সিএসআর এর লক্ষ্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা এবং সুসংহতভাবে সমন্বিত করা, আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা আনয়ন, দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব-সম্পদ উন্নয়নের জন্যে টেকসই সাম্য-সহায়ক প্রবৃদ্ধি অনুধাবনে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন এসব লক্ষ্যকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিকৌশলের মূলস্রোতে প্রবাহিত করে প্রতিষ্ঠানটিকে আরো মানবিক, অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এভাবেই তাকে জনহিতৈষী বৈশিষ্ট্যে রূপান্তর করার এক নতুন ব্র্যান্ডিং কৌশল হাতে নেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এই রূপান্তরে ঘরে বাইরের সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বোচ্চ সহযোগিতা ও সহমর্মিতা পেয়ে আমরা তুষ্ট। গণমাধ্যমের কাছ থেকেও আমরা বিপুল সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের মাধ্যমেই আমরা আমাদের লক্ষ্যসমূহ জনগণের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছাতে পেরেছি।

দ্বিতীয়ত, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সিএসআর-কে নতুন অগ্রাধিকার খাত হিসেবে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান সংস্কার কার্যক্রমগুলোও অবহেলিত থাকেনি, বরং সংস্কার কার্যক্রমগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্যে নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জ্ঞানের পরিধি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেয়েছি। অদূর ভবিষ্যতে সহযোগিতার এ ক্ষেত্রসমূহ আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেব। তাছাড়া, এ ক্ষেত্রে উৎসাহী উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা গ্রহণেও আমরা কার্পণ্য করবো না। নীতি-কৌশল নির্মাণে ও রূপায়নে আগামী দিনগুলোতে আরো 'ইনক্লুসিভ' বা অন্তর্ভুক্তিমূলক হবার প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রাখবো।

তৃতীয়ত, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমি বাইরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং প্রচার মাধ্যমের সাথে আরও বেশি উন্মুক্ত, পরামর্শমূলক ও যোগাযোগমুখী হওয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত নিই। এ প্রক্রিয়ার সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি।

০৩. আমি সন্তুষ্ট যে, ২০০৯ সালের মে মাস থেকে এই একটি বছর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশের অর্থনীতিকে বিশেষ করে সন্তোষজনক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও মূল্য স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু মাইলফলকও অর্জিত হয়েছে।

চলমান পাতা ..../৩

এক বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো হলো ঃ

ক) বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও অর্থবছর ০৯ এ রপ্তানি আয় ও প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের অন্তঃপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কে পৌঁছানোসহ ৫.৯ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা অর্থবছর ০৮ এ অর্জিত ৬.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থেকে খুব একটা কম নয়। ভোক্তামূল্য সূচকের স্ফীতি অর্থবছর ১০ এ খানিকটা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে (২০১০ এর ফেব্রুয়ারি মোতাবেক, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ৯.০৬ শতাংশ এবং বার্ষিক গড় ৫.৯৫ শতাংশ) যা মূলতঃ আমদানিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্যে হয়েছে। তবে, এ কথাও ঠিক যে এ সকল পণ্যের মূল্য দক্ষিণ এশিয়ার আমাদের অধিকাংশ প্রতিবেশী দেশসমূহের নিচেই রয়েছে। বিশেষ করে আমাদের নিকট প্রতিবেশী দেশের মূল্য পরিস্থিতির চেয়ে আমাদের দেশের খাদ্যমূল্যসহ মূল্যস্ফীতির অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল বলে দাবী করা যায়। চলতি বোরো ধান কাটা শেষ হলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি আরেকটু স্থিতিশীল হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। ২০১০ এর ফেব্রুয়ারিতে ব্যাংক খাতে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৮৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডলারের বিপরীতে টাকার মান স্থিতিশীল রয়েছে।

গ) আইএমএফ এর Financial Sector Assessment Programme (FSAP) মিশন বাংলাদেশের ২০০৯ সালের আর্থিক খাতকে stress tests ও অন্যান্য পরিমাণগত ও গুণগত পরীক্ষার মাধ্যমে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি মোটামুটি দৃঢ় (healthy) অবস্থানে রয়েছে। এটা আমাদের জন্যে নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক কেননা, উক্ত সময়ে পরিণত ও উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহও চরম solvency ও তারল্য সঙ্কটে নিমজ্জিত ছিল।

ঘ) S & P ও Moody`s কর্তৃক নির্ণীত বাংলাদেশের প্রথম সভ্‌রেন ক্রেডিট রেটিং প্রতিযোগী অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে, যা ভারত ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় এগিয়ে আছে। উক্ত রেটিং বাংলাদেশকে একটি অন্যতম বিনিয়োগ কেন্দ্র (venue) হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের সময় প্রদত্ত ব্যয় ও শর্ত নমনীয় করার সুযোগ এনে দিয়েছে। আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এর সুযোগ নিতে হবে। সেজন্যে নিজেদের 'নেগোশিয়েটিং' দক্ষতা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে দেন-দরবারের সম্মিলিত কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) ২০১০ সালের এপ্রিল থেকে কাগজ ভিত্তিক (চেক/ড্রাফট) লেনদেনে স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ব্যবস্থা ও পরিশোধ নিষ্পত্তি এবং ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে যা পরিশোধ ব্যবস্থার (payment system) দক্ষতা বৃদ্ধিতে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রদানে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যয় হ্রাস ও দ্রুততা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলোর মধ্যে ব্যাংকের নেতৃত্বে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলাসহ আরও কিছু আর্থিক সেবা এ বছর থেকেই শুরু করা হয়েছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরো গভীরতর করার জন্যে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীতে প্রযুক্তি-নির্ভর এ অভিযাত্রার গতি আরো বাড়বে বলে প্রত্যাশা করছি।

চলমান পাতা ..../৪

চ) বর্গাচষীদের ঋণ প্রদানের জন্যে গ্রুপ ভিত্তিক একটি নতুন স্কীম চালু করা হয়েছে । একটি বেসরকারী সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ভাবনীমূলক এ কর্মসূচির মাধ্যমে সবচেয়ে উপেক্ষিত এ কৃষককুলকে আর্থিক সেবায় যুক্ত করার উদ্যোগটির কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির স্বপ্নটি পূরণেও বড় ধরনের এক অগ্রগতির সূচনা হয়েছে বলে আমরা মনে করছি । তাছাড়া এর মধ্যে প্রায় ৮৫ লক্ষের মতো কৃষকের একাউন্ট খোলা হয়েছে । সাড়ে এগারো হাজার কোটি টাকার কৃষি ঋণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতিও সন্তোষজনক । বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবিড় মনিটরিং ব্যবস্থার কারণে এক্ষেত্রে সাফল্য নিশ্চিত করা গেছে । বাংলাদেশ ব্যাংকে সম্প্রতি **এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট** নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে এবং উক্ত বিভাগ ইতোমধ্যে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যে এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে । এ বছর ২৪ হাজার কোটি টাকার টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে । এ ক্ষেত্রেও জোরদার নজরদারী ও অবলোকনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

ছ) ষান্মাসিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকগুলোকে নিজস্ব মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যে stress testing করার জন্যে গাইডলাইন ইস্যু ও বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে । পাশাপাশি ঝুঁকি নিরাময়ের জন্যে ব্যাংকগুলোকে আলাদা সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠা করে বিচক্ষণতার সঙ্গে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ।

জ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নকৃত প্রকল্প আইপিএফএফ (IPFF) অবকাঠামোগত প্রকল্পে (মূলত বিদ্যুত) বিনিয়োগ (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বসহ) কে উৎসাহিত করেছে । খুব শিগগিরই এই তহবিলে আরো ২৫৭ মিলিয়ন ডলার যুক্ত হতে যাচ্ছে ।

ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্ধিষ্ণু বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অংশবিশেষ প্রবৃদ্ধি সহায়ক কাজে নিয়োজিত করা হচ্ছে। এছাড়া, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) কে বিস্তৃত করে প্রত্যক্ষ ও উপযুক্ত রপ্তানিকারকদের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানিতে অর্থায়ন এবং ব্যাংকগুলোর অফ-শোর শাখাসমূহে স্থানান্তর করে এ রিজার্ভ পরোক্ষভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে । বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতীত বৈদেশিক মুদ্রার যে পরিমাণ ভ্রমণ ও অন্যান্য চলতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেটার পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে । বিশেষ করে, বিদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংকের মাধ্যমে খুব সহজেই বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে ।

ঞ) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবনের ছাদে একটি সৌর বিদ্যুত প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে যা দিনের বেলায় এক্সিকিউটিভ ফ্লোরের একটা অংশের বিদ্যুত চাহিদা পূরণ করছে এবং রাতের বেলায় প্রধান কার্যালয়ের সীমানায় অবস্থিত বাতিগুলোতে বিদ্যুত সরবরাহ করছে । কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ঋণের মতো নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন ও বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রেও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে । বর্তমানে বিজেএমসি কর্তৃক কাঁচাপাট (যা পরিবেশ দূষণকারী সিনথেটিক বস্তুর বিকল্প হিসেবে ব্যবহারযোগ্য) ক্রয়ের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন ব্যবস্থা চালু রয়েছে । আমাদের আর্থিক খাতের অধিকতর বিস্তৃতকরণ এবং সিএসআর কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সহজীকরণ করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্প্রতি ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ব্যাংকসমূহের সিএসআর কার্যক্রমের একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ।

চলমান পাতা ..../৫

ট) বৈশ্বিক আর্থিক সঙ্কট এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে বাংলাদেশের দক্ষ মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক খাতের সেবার বিস্তৃতি ঘটাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য, যা বহিঃর্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে । বিগত এক বছরে ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, ভারত, কেনিয়া, উগান্ডা, থাইল্যান্ড, তুরস্ক এবং ইংল্যান্ড এর মতো দেশে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুর ওপর কথা বলার জন্যে আমি বেশ কয়েকবার আমন্ত্রিত হয়েছি । আগামী জুন মাসের প্রথম দিকে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমি অন্যতম বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবো । এ সভায় সভাপতিত্ব করবেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ।

০৪. এখন আর বাংলাদেশ ব্যাংকের সারা বছরের বহুমুখী কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন নেই । কারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে দেয়া বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সাময়িকী থেকে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে । আমি বরং এ কথাই জোর দিয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশ ব্যাংক সামনের বছরগুলোতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ থেকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সুযোগ গ্রহণ করবে এবং বিস্তৃত সিএসআর কার্যক্রমকে আরো গভীর করে বিদ্যমান উচ্চহারের প্রবৃদ্ধির পরিবেশ বজায় রাখতে ও দারিদ্র্য বিমোচনে সচেষ্ট হবে । মূল্য স্থিতিশীলতা এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রচলিত অগ্রাধিকার খাতগুলোর সাথে কিভাবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সিএসআর কার্যক্রমকে বিচক্ষণতার সাথে সমন্বিত করা যায় সে সম্পর্কে দুই/একটি কথা বলা প্রয়োজন । বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি ও ঋণ নীতিমালার মাধ্যমে চাহিদা ও যোগান উভয় দিকের ওপর মূল্যস্ফীতির প্রভাব ধরে রাখার চেষ্টা করে থাকে । তারল্য ও মুদ্রার প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে মুদ্রানীতির instrumentগুলো ব্যবহার করে চাহিদা থেকে আসা চাপকে দমন করা হয় । অন্যদিকে, ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি করে মূল্যচাপ কমিয়ে আনায় সরবরাহ বাড়ানোর বিষয়টিকে আরো উজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয় । সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের সাথে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে একাত্ম করার জন্যে এটি একটি অন্যতম প্রচেষ্টা এবং সকল উৎপাদনশীল খাতে চাহিদা দিকের ওপর মূল্যচাপের অধিকতর কার্যকর প্রশমনের জন্যে মুদ্রানীতির বিস্তৃত ও নব্য টান্সমিশন চ্যানেল এর ব্যবস্থা করে আগামী দিনগুলোতে আর্থিক খাতের বিস্তারকে আরো গভীর করার প্রচেষ্টা এগিয়ে নেবে বাংলাদেশ ব্যাংক । দেশের জিডিপিতে ক্রমাগত অবদানসহ মূল্যচাপ হ্রাস করে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থায়নের সুযোগ দিয়ে যুগপৎভাবে ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন বাড়ানোর মতো যোগান দিকের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করতে থাকবে । যখন জিডিপি পরিমাপ কেবলমাত্র বাহ্যিক প্রবৃদ্ধিকে quantify করে তখন সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের অগ্রযাত্রার সুযোগ, টেকসই পরিবেশের সাথে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে । ব্যাপক প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণকে বিস্তৃত করার অর্থই হচ্ছে আর্থিক খাতের জন্যে সামাজিক দায়-বদ্ধতার কার্যক্রমকে গ্রহণ করার বিষয়টির ওপর আরো গুরুত্ব আরোপ করা ।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণকে বিস্তৃত করার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলোর মধ্যে আরো সৃজনশীল অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক তৈরি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে । এই প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ ও শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যারা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্যে আর্থিক বাজার কর্তৃক সেবা পায়নি বা স্বল্প সেবা পেয়েছে, তাদেরকে বিশেষভাবে লাগসই এবং পেমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ আর্থিক সেবামূলক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে ।

চলমান পাতা ..../৬

সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত থাকায় ও ভোক্তা স্বার্থ রক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এই কার্যক্রম অংশীদারিত্বসমূহ ব্যাংকের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক এবং বাস্তবেও আমরা তাই করছি। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিপণনকে অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত ক্রমধারা হিসেবে চিহ্নিত করে তদারকি করতে সমীক্ষা এবং বিশ্লেষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত সেবাসমূহ সাধারণত প্রধান প্রধান বাজারজাতকরণের সমস্যাগুলো মোকাবেলা করে না। অথচ ক্রমবর্ধনশীল দরিদ্র জনগণ মৌলিক সেবাসমূহের জন্যে বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি করছে। মাইক্রো, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ফার্ম ও নন-ফার্ম পণ্যগুলোর বিপণনের জন্যে বৃহত্তর বাজারে তাদের প্রবেশ করতেই হবে। সেজন্যে তাদের 'পিরামিডের' নিচের অংশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছুতে হবে। তাই বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে তাদের আরো সৃজনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নানাবিধ সমীক্ষা এবং বিশ্লেষণমূলক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক গবেষক, CSOs এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতাকে স্বাগত জানাবে। সকলে মিলেই আমরা আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে চাই। বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বদাই এই অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন পূরণের নিবিড় এক সঙ্গী হিসেবে নিজেকে দেখতে আগ্রহী।